কুষ্টিয়ায় দুইজনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় পৃথক ঘটনায় দুইজনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বিত্তিপাড়া লালন তৈল পাম্পের অদুরে একটি বাঁশবাগান থেকে শামিম আলী (৩৬) ও কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের মালিথাপাড়া এলাকায় বাড়ীর পাশের একটি আম গাছ থেকে জয়া (১৬) নামের দুজনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত শামিম আলী কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ইবি থানার উজানগ্রাম ইউনিয়নের গজনবীপুর গ্রামের মৃত: যাত্রা মন্ডলের ছেলে ও জয়া কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের মালিথাপাড়া এলাকার জিয়ারুল ইসলামের মেয়ে।
জয়ার বাবা জিয়ারুল ইসলামের অভিযোগ তার মেয়ে জয়ার সাথে পাশের বাড়ীর লিমন নামের এক ছেলের প্রেমজ সম্পর্ক ছিলো। আজ গভীর রাতে তার মেয়েকে লিমন ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছে। কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ মজিবুর রহমান জানান, বুধবার সকালে স্থানীয়দের দেয়া খবরের ভিত্তিতে কয়া এলাকায় তার বাড়ীর পাশের একটি আমগাছ থেকে থেকে জয়ার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। তার লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা ময়নাতদন্ত না আসা পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না।
ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আরিফ জানান, বিত্তিপাড়া লালন তৈল পাম্পের অদুরে একটি বাঁশবাগান থেকে শামিম আলীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি মহিষের ব্যাপারী ছিলেন। তবে ব্যবসায়ীক কোন ঝামেলার কারনে তাকে হত্যা করে হতে পারে বলেও ধারণা করেন তিনি। তার মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

খোকসায় কার্ড থেকে ১৬ বার চাউল উত্তোলন করা হলেও জানেন

না কার্ডমালিক

কার্ড আছে চাল নেই, চাল আছে কার্ড নেই, কার্ডও আছে, চালও আছে, নেই কার্ডের প্রকৃত মালিক। কার্ডের জায়গায় কার্ড না থাকার এমন চাঞ্চল্যকর তথ্যের খোঁজ মিলেছে কুষ্টিয়ার খোকসার শিমুলিয়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

ওই ওয়ার্ডটির বাসিন্দা জসিম মুনসীর ওমএমএসের কার্ড ইস্যু হয়েছে প্রায় চার বছর আগে। ইতোমধ্যেই ওই কার্ড থেকে চাল উত্তোলন হয়ে গেছে ১৬ বার। কিন্তু সেই খবর জানেনই না হতদরিদ্র জসিম মুনসী। অথচ তার নাম রয়েছে ওয়ার্ডের তালিকার এক নম্বরে। কেঁদে কেঁদে এমন অভিযোগই করলেন হতদরিদ্র জসিম মুনসী।

আর এমন অভিযোগ তুলে ধরা হলে পাল্টাপাল্টি পরস্পরকে দোষারোপ করছেন ইউপি চেয়ারম্যান, ডিলার ও ইউপি সদস্য। তবে এই ব্যাপারটি জনসম্মুখে আনেন ওই ওয়ার্ডটির ইউপি সদস্য টিপু বিশ্বাস।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইউনিয়নের ওএমএসের ডিলার আব্দুল মান্নান হলেও প্রকৃতপক্ষে এর নিয়ন্ত্রণ করেন একসময়ে দাপুটে সন্ত্রাসী আকুত আলী।
তবে এসব অনিয়মের ব্যাপারে তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে, হতদরিদ্র জসিম মুন্সী বলেন, আমার কাছ থেকে প্রায় ৫ বছর আগে প্রয়াত লুতফর মেম্বার ভোটার আইডি কার্ড নিয়েছিল ১০ টাকা কেজির চাল দেওয়ার জন্য। কার্ড হয়েছিল তারপর থেকে এই কার্ড থেকে ৩০ কেজি করে ১৬ বার চাউল উত্তোলন করা হয়েছে। কিন্তু একবারও আমি চাউল পাইনি।
ব্যাপারটি নিয়ে জসীম মুন্সীকে প্রথম জানায় ইউপি সদস্য টিপু বিশ্বাস। আসলে এর মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য ও ডিলারের প্রত্যক্ষ দোষ না থাকলেও দায় এড়াতে পারেন না ডিলার আব্দুল মান্নান। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, নামের আব্দুল মান্নান ডিলার হলেও তার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে আকুত আলী নামের অদৃশ এক শক্তি!

এ ব্যাপারে শিমুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদ বলেন, তালিকা করার ব্যাপারে আমার কোনো হাতই নেই। এটা মেম্বারের দায়িত্ব। আর ডিলার এটি সুসম্পন্নভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবেন ওমএমএসের ডিলার। কিন্তু কেনো এমন হল- এটা আমিও বুঝছি না। তবে কে এই চাল চোর-তাকে খুঁজে বের করা হবে।

অপরদিকে, ডিলার আব্দুল মান্নানের দাবি- মেম্বার-চেয়ারম্যানের তালিকা অনুসারেই চাল দেওয়া হয়। তবে কার কার্ড দিয়ে কে চাল নিচ্ছে এটা দেখার বিষয় তার না।

তবে ডিলার এমন দাবি করলেও স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করেই তিনি চাল বিতরণ করতে পারেন। তাহলে- কার্ড দিয়ে এই ১৬ বস্তা চাল উত্তোলন করল কে?

কুষ্টিয়ায় চাল নিয়ে দুর্নীতিকারী জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ

ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম, দুর্নীতি ও আত্মসাতের অভিযোগে কুষ্টিয়ার এক পৌর মেয়রসহ ৭ কাউন্সিলর, এক ইউপি চেয়ারম্যান এবং অপর এক মহিলা ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার কুষ্টিয়ার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেলিনা খাতুন স্বপ্রণোদিত হয়ে এ নির্দেশ দেন। ফৌজদারি এ অপরাধের বিষয়টি তদন্ত করে আগামী ২৩ জুনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন, কুষ্টিয়ার কুমারখালী পৌরসভার মেয়র সামসুজ্জামান অরুন, একই পৌরসভার ৭ কাউন্সিলর, দৌলতপুর উপজেলার মরিচা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ আলমগীর এবং মরিচা ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শারমিন সুলতানা। ক্রিমিনাল মিস কেস নং- ০২/২০২০, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা-১৯০(১) (সি) এখতিয়ার বলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এ আদেশ দেন।

গত ৩ এপ্রিল স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় কুমারখালী পৌরসভার

মেয়রসহ ৭ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ত্রাণ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে করা একটি প্রতিবেদন আদালতের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় কুমারখালী পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে বরাদ্দকৃত ১৩৫০ প্যাকেট ত্রাণ সংশ্লিষ্ট মেয়রের কাছ হতে কাউন্সিলররা অসহায় ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণের জন্য গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই ত্রাণ বিতরণের পর পুলিশ সুপার কার্যালয়ের বিশেষ শাখার অনুসন্ধানে উঠে আসে উল্লেখিত ওয়ার্ডগুলোতে তালিকায় নাম থাকা গরিব, অসহায় ও অসহায় হতদরিদ্র ব্যক্তিরা ত্রাণ সামগ্রী পাননি এবং মাস্টার রোলে টিপসই বা স্বাক্ষর দেননি। কিন্তু তাদের নামের পাশে স্বাক্ষর এবং টিপসই দেখানো হয়েছে। ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ধরা পড়া এসব ওয়ার্ডগুলো হলো- ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ৯।
এ ব্যাপারে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মজিবুর রহমান জানান, আদেশের বিষয়টি মৌখিকভাবে জেনেছি। তবে লিখিত কোনো অর্ডার এখনও পাইনি। আদেশ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আদেশের বিষয়ে কুমারখালী পৌরসভার মেয়র সামসুজ্জামান অরুন জানান, ১৩৫০ জনকে ত্রাণ দেওয়ার সময় দেখা যায় ৩০০ কেজি চাল সেখানে কম রয়েছে। আমি নিজে পকেটের টাকা দিয়ে ওই ৩০০ কেজি চাল কিনে বিতরণ করেছি। তাই ত্রাণ বিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রশ্নই ওঠে না। এ ব্যাপারে সঠিক তদন্ত হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

অপর ক্রিমিনাল মিস কেস নং-০৩/২০২০, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা- ১৯০(১) (সি) এখতিয়ার বলে প্রদত্ত আদেশে বলা হয়, গত ২ এপ্রিল গণমাধ্যমে প্রকাশিত ‘কুষ্টিয়ার ইউপি সদস্যের হোল ফ্যামিলির নামে ভিজিডি কার্ড এবং চেয়ারম্যানের প্রশ্রয়ে দুস্থদের চাল নিচ্ছে মেম্বার ইউএনও জানেন না কিছুই’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন দুটি আদালতের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, দৌলতপুর থানাধীন ৪নং মরিচা ইউনিয়নের সদস্যরা তার নিজের এবং পরিবারের অন্যদের নাম দিয়ে ভিজিডি এবং ওএমএস’র কার্ড জালিয়াতির মাধ্যমে গত ১৫ মাস ধরে চাল আত্মসাত করে আসছেন।

সেই প্রতিবেদনে জানা যায়, ৪নং মরিচা ইউনিয়নের ১, ২, ৩নং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শারমিন সুলতানা নিজ নামে মহিলা বিষয়ক অধিদফতর থেকে ইস্যুকৃত ভিজিডি কার্ডের অনুকূলে চাল তুলেছেন বলে প্রতিবেদকের নিকট স্বীকার করেছেন। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য নিজ এবং

পরিবারের সদস্যদের নামে একাধিক ভিজিডি ও ওএমএস’র কার্ড করে সরকারি চাল তুলে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছেন মর্মে এলাকাবাসী অভিযোগ করেন।

এ ঘটনাটিও তদন্ত করে আগামী ২৪ জুনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গড়াই নদীর বালু মাটি কাটার অভিযোগে ৫ জনের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার খোকসায় গড়াই নদীর বালু মাটি কাটার অপরাধে পাঁচজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল রোববার দুপুরে উপজেলার খানপুর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে তাদের এ দন্ড দেওয়া হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, উপজেলার খানপুর গ্রামের জয়নাল আলী (৬৫), মোড়াগাছা গ্রামের মো. মজিবুর রহমান (৬০), উজ্জ্বল বিশ্বাস (৩২), পাংশা থানার সুবর্ণা খালা গ্রামের মো. হাসান আলী (৩০) ও কুমারখালী উপজেলার গ্রামের মো. রবিউল ইসলাম (৩০)।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ কুমার বসাক।
তিনি জানান, খোকসা উপজেলার হেলিপ্যাড-এর খানপুর নামক স্থানে গড়াই নদীতে অবৈধ ভাবে বালু উত্তোলনের সময় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে পুলিশ।

বালিমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ৪ এর (খ) আইনের ১৫ (১) ধারায় অপরাধী হওয়ায় মো. জয়নাল আলীকে ১৫ দিনের এবং মো. মজিবুর রহমান, উজ্জ্বল বিশ্বাস, হাসান আলী ও মো. রবিউল ইসলামকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরে অভিযুক্ত আসামিদের কুষ্টিয়া জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়।

এ রকম অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

শিকলে বাঁধা ছোট্ট শান্ত কবে ফিরবে বাবা-মায়ের কোলে

প্রতিটি সন্তানই তার বাবা-মায়ের কাছে অতি আদরের ধন। সন্তানের দুর্দিন মানেই বাবা-মায়ের চোখে জল। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা ছাতিয়ান ইউপির কালিতলা এলাকায় আদরের ছেলেকে নিয়ে যন্ত্রণাময়
জীবন যাপন করছেন জসিম উদ্দিন-সীমা দম্পতি।

তারা না পারছেন ছেলের কষ্ট সহ্য করতে, না মেনে নিতে পারছেন ছেলের দেয়া অসহনীয় যন্ত্রণা। যে ছেলেকে কোলে তুলে নিতে মন প্রাণ ব্যাকুল
থাকে, বাধ্য হয়ে সেই ছেলেকে ঠেলে দিয়েছেন নির্মম এক শিকলে
বাঁধা জীবনে।

বাবা-মা অনেক কষ্ট নিয়ে বলেন, জন্মের সময় তার আদরের ছেলেটি খুবই শান্ত স্বভাবের ছিল। তাই তার নাম রাখা হয়েছিল শান্ত। আশা ছিল শান্ত
স্বভাব নিয়েই সে বড় হবে। এখন তার বয়স ৯ বছর তিন মাস। কিন্তু
ঘটনা ঘটলো প্রত্যাশার ঠিক উল্টো। আচার আচরণে সবকিছুতে তার
এখন শুধু অস্বস্তি। কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না সে। সুযোগে পেলেই প্রতিবেশীর ঘরে ঢিল মারে, মেরে ফেলতে যায় ছোট ভাইকেও। তাই শান্ত পাঁচ বছর ধরে শিকলে বাঁধা জীবনযাপন করছে।

তারা আরো বলেন, প্রান্তিক কৃষক পরিবারে তাদের ছেলে এখন বোঝা। ছেলের আচরণ সহ্য করতে না পারছে না তার পরিবারসহ প্রতিবেশীরাও। তাই রাত হলেই ছেলেকে নির্জন বাঁশ বাগানে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। শান্তের চিকিৎসার খরচ চালাতে ব্যর্থ তারা।

বাবা জসিম উদ্দিন বলেন, জন্মের পরে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।
তবে তিন বছর বয়সে তার অবস্থা বুঝতে পারি। সে প্রথমে রান্না ঘরের গোবরের দেয়া লাঠি (গরুর গোবর দিয়ে তৈরী জ্বালানী) খেতে শুরু

করে।

বাড়ির পাশের ময়লা-আবর্জনা, মাটি, সাবানের ফেনা, কলা গাছ, কপির ডাটা, জামের বিচি খেতে দেখে আমি অবাক হই। এরপর আমি ২০১৪
সালে রাজশাহীতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। আমি পেশায় একজন দিনমজুর। বর্গা নিয়ে চাষ করি ও অন্যের জমিতে লেবার দিয়ে সংসার চালায়। ছেলের চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে পারিনি।

তিনি আরো বলেন, একবেলা খাই তো অন্য উপোস। ছেলেকে চিকিৎসা করানোর মতো ক্ষমতা আমার নেই। শান্ত ঘুমাতে দেয় না। রাত ২টায় ঘুমায়। প্রতিবেশীদের রাতে ঢিল ছুঁড়ে। তাই দিনে ১৫-১৬ ঘণ্টা বাঁধা থাকে। আমার এই সন্তানের চিকিৎসা করার জন্য আমি সমাজের

বিত্তবানদের প্রতি সাহায্যের আবেদন করছি। আমার নগদ হিসাব নম্বর-০১৯২৩০৭৪৭০৭। আমি বর্তমানে খুবই অসহায় হয়ে পড়েছি।
শান্তের মা সিমা খাতুন বলেন, শান্ত রাতে ঘুমাতে দেয় না। আমার ছোট
ছেলেকে একাধিকবার মেরে ফেলতে গিয়েছিলো। নিজের সন্তানকে
বাঁধা কোনো মায়ের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব না।

শান্ত কারো সঙ্গে কথা বলে না। তার নাম ঠিকানা কিছুই বলতে পারে না।
এলাকার সচেতন মহলের প্রশ্ন এই শান্ত কী সারাজীবন এমনই থাকবে।
তার কী কোনো চিকিৎসা নেই। সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে কবে ফিরবে সে বাবা-মায়ের কোলে।

ছাতিয়ান ইউপি চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, শান্তর প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড করা হয়েছে। পরিষদ থেকে এ পরিবারকে সরকারি সব প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে। এছাড়া আমি
ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যে করি। আসলে শান্ত একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু।
এ লকডাউন উঠে গেলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে পাঠানো
হবে।

মিরপুর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জামশেদ আলী বলেন,
সমাজসেবা অধিদফতর থেকে তাকে প্রতিবন্ধী ভাতা করে দেয়া হয়েছে। সরকারি কোনো সাহায্য সহযোগিতা দেয়ার পরিপত্র আসলে তাহলে তাকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

হজ্বের টাকায় ফ্রি ভ্রাম্যমাণ মুদি দোকান ও সবজি বাজার দিলেন টুটুল

হজ্ব করার জন্য কিছু টাকা জমিয়েছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আলিমুজ্জামান টুটুল। সেসব টাকা দিয়ে করোনা সংকটে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষ ও অসহায়দের মাঝে ফ্রি মুদি দোকান ও সবজি বাজার চালুকরণ করে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মহৎ এমন কাজে অবাক করে দিয়েছে মানুষকে। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এমন মহৎ কাজে মানুষের ভালোবাসায় পুলকিত হয়েছেন তিনি।

গত শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার হাটশহরিপুর বাজার এলাকায় বিভিন্ন সবজির পসরা সাঁজিয়ে মানুষের মাঝে এসব বিতরণ করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আলিমুজ্জামান টুটুল।

করোনা ভাইরাসের কারণে চলমান লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায়, দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ‘গ্রীন আর্কিটেক্ট’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ইঞ্জিনিয়ার আলিমুজ্জামান টুটুল পরিচালিত গ্রীণ চাইল্ড এর উদ্যোগে এই মহতি কাজের উদ্যোগ নেন।
আর এ কাজে তাকে সহযোগিতা করেন বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবকগণ।

ফ্রি বাজার করতে আসা অসহায় লোকজন তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ব্যাগ। স্বেচ্ছাসেবকগণ একে একে দোকানে থাকা মুদি সামগ্রী ও সবজিগুলো পরিমাণ মতো ব্যাগে ভরে তাঁদের হাতে দিচ্ছেন।

ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজি বাজারে রয়েছে চাল, ডাল, আটা, তেল, সাবান, ভিমবার, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মিষ্টিকুমড়া, পুঁইশাক, মরিচ, ঢেড়স, বাধাকপি ইত্যাদি।
নৌকার মাঝি মিলন আলী বলেন, করোনার কারণে নদীতে আর নৌকা নিয়ে যাওয়া হয় না। বেকার হয়ে পড়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। আজ (গতকাল) সকালে ব্যাগভর্তি বাজার দিলেন ইঞ্জিনিয়ার টুটুল স্যার।

ব্যাগ ভরে বাজার পেলেও কিন্তু কোনো টাকা লাগেনি। এতে করে আমার কয়েকটা দিন ভালোভাবে চলে যাবে।

মিজানুর রহমান লালন নামে ইবির শিক্ষার্থী বলেন, করোনা সংক্রমণে লকডাউন চলা কালে মানুষ ঘরে অবস্থান করায় তাঁদের অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়েছে। তাই ইঞ্জিনিয়ার আলিমুজ্জামান টুটুল পরিচালিত গ্রীণ চাইল্ড এর উদ্যোগে এই ফ্রি মুদি ও সবজি বাজার এসব মানুষগুলোর খুব উপকার হবে।

পরিচালিত গ্রীণ চাইল্ড এর উদ্যোগে এসব মহতি কাজের উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার আলিমুজ্জামান টুটুল বলেন, চলমান করোনা পরিস্থিতির কারণে অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। হজ্ব করার জন্য কিছু টাকা জমিয়েছিলাম আর কিছু প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ করা টাকাগুলো দিয়ে এই চরম সংকটে অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করার অভিপ্রায় থেকেই এসকল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা মাত্র। যার ফলশ্রুতিতে ভ্রাম্যমাণ ফ্রি মুদি দোকান ও সবজি বাজার বসিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, তিনি সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা থেকে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাবৃত্তি, বৃক্ষরোপন সহ অনেক সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

হজ্বের টাকায় কুষ্টিয়ায় ফ্রি ভ্রাম্যমাণ মুদি দোকান ও সবজি বাজার দিলেন প্রকৌশলী টুটুল

হজ্ব করার জন্য কিছু টাকা জমিয়েছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আলিমুজ্জামান টুটুল। সেসব টাকা দিয়েকরোনা সংকটে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষ ও অসহায়দের মাঝে ফ্রি মুদি দোকান ও সবজি বাজার চালুকরণ করে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মহত এমন কাজে অবাক করে দিয়েছে মানুষকে। ভালোবাসার বহি:প্রকাশ হিসেবে এমন মহত কাজে মানুষের ভালোবাসায় পুলকিত হয়েছে

তিনি।

শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার হাটশহরিপুর বাজার এলাকায় বিভিন্ন সবজির পসরা সাঁজিয়ে মানুষের মাঝে এসব বিতরণ করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আলিমুজ্জামান টুটুল।

করেনাভাইরাসের কারণে চলমান লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায়, দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ‘গ্রীন আর্কিটেক্ট’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ইঞ্জিনিয়ার আলিমুজ্জামান টুটুল পরিচালিত গ্রীণ চাইল্ড এর উদ্যোগে এই মহতি কাজের উদ্যোগ নেন। আর এ কাজে তাকে সহযোগীতা করেন বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবকগণ।

ফ্রি বাজার করতে আসা অসহায় লোকজন তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ব্যাগ। স্বেচ্ছাসেবকগণ একে একে দোকানে থাকা মুদী সামগ্রী ও সবজিগুলো পরিমাণমতো ব্যাগে ভরে তাঁদের হাতে দিচ্ছেন। ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজি বাজারে রয়েছে চাল, ডাল, আটা, তেল, ধবন, সাবারস. ভিমবার, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মিষ্টিকুমড়া, পুঁইশাক, মরিচ, ভেন্ডি, বাধাকপি।

নৌকার মাঝি মিলন আলী বলেন, করোনার কারনে নদীতে আর নৌকা নিয়ে যাওয়া হয় না। বেকার হয়ে পড়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। আজ সকালে ব্যাগভর্তি বাজার দিলেন ইঞ্জিনিয়ার টুটুল স্যার। ব্যাগ ভরে বাজার পেলেও কিন্তু কোনো টাকা লাগেনি। এতে করে আমার কয়েকটা দিন ভালোভাবে চলে যাবে।

মিজানুর রহমান লালন নামে ইবির শিক্ষার্থী বলেন, করোনা সংক্রমণে লকডাউন চলা কালে মানুষ ঘরে অবস্থান করায় তাঁদের অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়েছে। তাই ইঞ্জিনিয়ার আলিমুজ্জামান টুটুল পরিচালিত গ্রীণ চাইল্ড এর উদ্যোগে এই ফ্রি মুদী ও সবজি বাজার এসব মানুষগুলোর খুব উপকার হবে।

পরিচালিত গ্রীণ চাইল্ড এর উদ্যোগে এসব মহতি কাজের উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার আলিমুজ্জামান টুটুল বলেন, চলমান করোনা পরিস্থিতি কারণে অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। হজ্ব করার জন্য কিছু টাকা জমিয়েছিলাম আর কিছু প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋন করা টাকাগুলো দিয়ে এই চরম সংকটে অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করার অভিপ্রায় থেকেই এসকল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা মাত্র। যার ফলশ্রুতিতে ভ্রাম্যমাণ ফ্রি মুদি দোকান ও সবজি বাজার বসিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পেরে

বেশ ভালো লাগছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি। প্রসঙ্গত, তিনি সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা থেকে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাবৃত্তি, বৃক্ষরোপন সহ অনেক সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

করোনায় কেমন আছেন কুষ্টিয়ার সাধুরা?

করোনাভাইরাস সঙ্কটে ভুগছে সারাবিশ্ব। মৃত্যু মিছিলে যোগ দিচ্ছে একের পর এক দেশ। করোনাভাইরাস মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের ২১০ দেশ ও অঞ্চলে। দুই লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ৩১ লাখের বেশি মানুষ।

বাংলাদেশেও এর প্রকোপ বাড়ছে আস্তে আস্তে। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। মৃত্যুও নেই থেমে। করোনা প্রতিরোধে জনজীবন বিপর্যস্ত। দেশব্যাপী লকডাউনে স্থবির হয়ে পড়েছে প্রায় সবকিছু। এর মাঝে কেমন করে দিন কাটাচ্ছেন কুষ্টিয়ার লালন অনুসারী সাধুরা?

‘আপন ঘরের খবর নেনা, অনা’সে দেখতে পাবি কোনখানে সেই বারামখানা’ বাউল সাধক ফকির লালন সাঁইজি তার জীবদ্দশায় মানব ধর্মের কথা বলেছেন, নিজে পালন করেছেন এবং তাঁর শিষ্যদেরও একই মত ও পথ দেখিয়েছেন। ফকির লালন শাহ্ নিজেও সে সময়ের মহামারী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পালক মা’র সেবায় বেঁচে উঠেছিলেন।

এখনও সেই অজানা অদৃশ্য মহামারী রোগে সারা বিশ্ব আতঙ্কিত। লালন সাঁইজিকে মৃত ভেবে তাকে না ছুঁইয়ে কলার ভেলায় ভাসানো হয়েছিল, ঠিক এখনও তাই করোনা রোগে আক্রান্ত হলে জানাজা পড়ানোর ঈমাম খুঁজে পাওয়া দুস্কর হচ্ছে। রোগীকে রাখা হচ্ছে বনবাসে তালপাতার কুটিরে। সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে সামাজিক আর শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার চেষ্টা করছেন।

গতকাল বুধবার এ দূরত্ব মেনে চলার ৫২তম দিন পার হয়েছে। প্রায় দু’মাস হতে চলা এই অঘোষিত লকডাউনে সরকারি বা বেসরকারি ভাবে

কর্মহীন, দিনমজুর, দরিদ্র, অস্বচ্ছল ও দুস্থদের মাঝে কম-বেশি ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ত্রাণ সহায়তার আওতায় কি শুভ্র বসনে ও ভুষনে থাকা মানবধর্মে বিশ্বাসী লালন অনুসারী মানুষ গুলো এসেছেন? একবারও কি খোঁজ নেওয়া হয়েছে তাদের? কিন্ত এরাও তো এই সমাজের অংশ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন ঘরবন্দী ফকির-সাধু তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন দীনহীনভাবে। এরা সবসময়ই সংসারের বেড়াজাল বলেন আর মায়াজাল বলেন তার বাইরে থাকেন। স্বেচ্ছায় কেউ অন্নদান করলে তা গ্রহণ করেন, কিন্তু তা কখনও হাত বাড়িয়ে চেয়ে নেন না।

গুরুভক্তে বিশ্বাসী প্রকৃতিপ্রেমী নির্লোভ মানুষগুলো কখনও অন্যের অমঙ্গল কামনা করেন না। যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে, কেউ ত্রাণ বা সাহায্য সহযোগিতা না পেলে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারকে একদম ‘উদ্ধার’ করে দেয়! কিন্তু সহজ সরল নির্লোভ সাদা মনের মানুষগুলো না খেয়ে থাকলেও কখনও হীনদৃষ্টি দিয়ে অন্যের অনাসৃষ্টি করেন না। অথচ এদের খবর নেবার একটিবারও প্রয়োজন বোধ হয়নি প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের।

সাধুরা সংসারত্যাগী নির্লোভ মানুষ। এরা ভক্তদের সেবা নিয়ে অথবা সাধুসঙ্গ করে মূলত দিনাতিপাত করে থাকেন। করোনায় বর্তমানে সকলেই নিজ বাড়িতে বন্দী। বাদ নেই সাধু, গুরু ও লালন ভক্তবৃন্দ। কোন ধরনের খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে না তারা।

নিরামিষভোজী এসব মানুষগুলো খেয়ে বা না খেয়ে থাকলেও কাউকে বলবে না অন্নদানের কথা। তাই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও দানশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা উচিৎ এসব ধামবন্দী সাধুদের অন্নদানে। এমনটিই মনে করছেন স্থায়ীয় সুশীল সমাজ।

কুষ্টিয়ায় অন্তঃসত্ত্বাকে

পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা, যুবক আটক

কুষ্টিয়া শহরে নয় মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা ভাড়াটিয়াকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে বাড়ির মালিকের ছেলে রোকনুজ্জামান রনি
(৩৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়া শহরের কমলাপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আটককৃত রনি ওই এলাকার বজলুল হকের ছেলে।

জানা যায়, শহরের কমলাপুর এলাকার বজলুল হকের বাড়িতে ভাড়া থাকত মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ীয়া এলাকার মেহেদী হাসানের স্ত্রী জুলেখা
(৩৫) নামে ওই নারী। সকালে বাড়ির মালিকের বড় ছেলে রনি পূর্বশত্রুতার জের ধরে ভাড়টিয়া জুলেখার শরীরে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এসময় জুলেখার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ভর্তি করে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, মহিলার শরীরের ৮০ শতাংশ পুড়ে গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য ওই মহিলাকে ঢাকা বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মাদারীপুর-ঢাকা-কুষ্টিয়া ঘুরেও করোনাভাইরাস থেকে শেষরক্ষা হয়নি

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় এবার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা এক নারী ও যুবকের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্ত নারী (৪০) কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ গ্রামের বাসিন্দা।

আক্রান্ত যুবক (২২) একই উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের দক্ষিণ যদুবয়রা গ্রামের বাসিন্দা। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ২৪টি নমুনা পরীক্ষায় দুজনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। তাদের চিকিৎসার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আকুল উদ্দিন বলেন, আক্রান্ত নারীর স্বামী ব্যবসায়ী। তিনি পরিবারসহ মাদারীপুরে বসবাস করেন। করোনার সংক্রমণ শুরু হলে তিনি মাদারীপুর থেকে পরিবার নিয়ে ঢাকায় যান। পরবর্তীতে ২৬ এপ্রিল রাতে ঢাকা থেকে পরিবারসহ কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ গ্রামের বাড়িতে আসেন। খবর পেয়ে পরদিন ২৭ এপ্রিল স্বামী-স্ত্রী এবং ছেলেসহ তিনজনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

সেই সঙ্গে পরিবারটিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। গতকাল বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পরীক্ষার প্রাপ্ত রিপোর্টে ওই ব্যবসায়ীর স্ত্রীর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তার স্বামী ও ছেলের রিপোর্ট নেগেটিভ।

ডা. আকুল উদ্দিন আরও বলেন, আক্রান্ত যুবক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। স্ত্রীসহ নারায়ণগঞ্জ থেকে সম্প্রতি গ্রামের বাড়ি দক্ষিণ যদুবয়রায় আসেন। ২৭ এপ্রিল স্বামী-স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। স্ত্রীর রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও স্বামীর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

কুমারখালী উপজেলায় এ নিয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ১০ জনে।